কনে দেখা

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

সকাল বেলা বৈঠকখানার গাছপালার হাটে ঘুরছিলাম।

গত মাসে হাটে কতকগুলি গোলাপের কলমকিনেছিলাম, তার মধ্যে বেশির ভাগ পোকা লেগে নষ্ট হয়েগেছে। নার্সারির লোক আমার জানাশুনো, তাদের বললাম, —কি রকম কলম দিয়েছিলে হে ! সে যে টবে বসাতে দেরিসইল না। তা ছাড়া আবদুল কাদের বলে বিক্রি করলে, এখন সবাই বলছে আবদুল কাদের নয় ও, অত্যন্ত মামুলিজাতের টী রোজ। ব্যাপার কি তোমাদের ?

নার্সারির পুরোনো লোকটাই আজ আছে। সেদিন এছিল না, তাই ঠকেছিলাম। এই লোকটা খুব অপ্রতিভ হল। বল্লে—বাবু, এই হয়েছে কি জানেন ?বাগানের মালিকেরা আজকাল আছেন কলকাতায়। আমি একা সব দিক দেখ্‌তে পারি নে, ঠিকে উড়ে মালী নিয়ে হয়েছে কাজ। তাদেরবিশ্বাস কল্লে চলে না, আবার না কল্লেও চলে না। আমি তোসবদিন হাট সামলাতে পারি নে বাবু, ওদেরই ধরে পাঠাতেহয়। আমি বুনেছিলাম টী রোজ তিনডজন, আমি তো তার কাছ থেকে টী রোজেরই দাম নেব ?এখানে এসে যদিআবদুল কাদের বলে বিক্রি করে তো তারই লাভ। বাড়্‌তিপয়সা আমার নয়, তার। বুঝলেন না বাবু ?

বাজার খুব জেঁকেছে। বর্ষার নওয়ালির মুখ, নানা ধরনের গাছের আমদানি হয়েচে। বড় বড় বিলিতি দোপাটি, মতিয়া, বেল, অতসীলতা, রাস্তার ধারের সারিতে নানা ধরনের পাম্, ছোট ছোট পাম্থেকে ফ্যান পাম ও বড় টবেভালো এরিকা পাম্‌ও আছে। সূর্যমুখীর যদিও এ সময় নয়, কিন্তু সূর্যমুখী এসেছে অনেক। তাছাড়া কল্‌কাতার রাস্তায়অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অর্কিড বলে যা বিক্রি হয়, সেইনারকোলের ছোড়া ও তার-বাঁধা ফার্ন ও রঙিন আগাছা যথেষ্ট বিক্রি হচ্ছে। লোকের ভিড়ও বেশ।

হঠাৎ দেখি আমার অনেকদিন আগেকার পুরানোরুমমেট হিমাংশু। ৭/৩ নং কানাই সরকার লেনের মেসেতার সঙ্গে অনেক দিন একঘরে কাটিয়েছি। সে আজ সাতআট বছর আগেকার কথা—তারপর সে কলকাতা ছেড়েচলে যায়। আর তাঁর কোনো খবর রাখিনি আজকাল।

—এই যে হিমাংশু ?চিনতে পারো ?

হিমাংশু চম্‌কে পেছন ফিরে চাইলে এবং কয়েক সেকেন্ডসবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌বা পরে সে আমায়চিন্‌লে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল হাসিমুখে।

—আরে জগদীশবাবু যে ! তারপর ?ওঃ, আপনার সঙ্গে একযুগ পরে—ওঃ ! তারপর আছেন কেমন বলুন !

আমি বল্লাম—তোমার গাছপালার শখ দেখচি আছে। হিমাংশু, সেই মনে আছে দুজনে কতদিন এখানে হাটে আসতাম ?

হিমাংশু হেসে বল্লে—তা আর মনে নেই ?সেই আপনিদার্জিলিংয়ের লিলি কিন্‌লেন?আপনার তো খুব শখ ছিললিলির। এখনো আছে ?আসুন, আসুন, অন্য কোথাও গিয়েএকটু বসি। ও মেসটার কোনো খবর আর রাখেন নাকি ?আচ্ছা, সেই অনাদিবাবু কোথায় গেল খোঁজ রাখেন ?আরসেই যে মেয়েটি স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে গা হাত পুড়িয়েফেল্লে, মনে আছে ?তার বিয়ে হয়েচে ?

দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। এ-গল্প ও-গল্প—নানা পুরোনো দিনের কথা। তার কথাবার্তার ভাবেবুঝলাম সে কলকাতায় এসেচে অনেক দিন পরে।

জিজ্ঞেস কল্লাম—আজকাল কোথায় থাকো হিমাংশু ?

সে বল্লে—বি.এন.আর.-এর একটি স্টেশনে বুকিং-ক্লার্কছিলাম। টাটানগরের ওদিকে, কিছুদিন থাকবার পর দেখলাম জায়গাটার মাটিতে ভারী চমৎকার ফুল জন্মায়, জমিও সস্তা। সেখানেই এখন আছি—ফুলের বাগান করেচি—তুমি তোজানো বাগানের শখ আমার চিরকাল। কিছু চাষবাসের জমি নিয়েচি, তাতেই চলে যায়। কিন্তু সে-সব কথা থাক—আজএখন একটা গল্প করি শোনো। গল্পের মতো শোনাবে, কিন্তুআসলে সত্যি ঘটনা। আর

আশ্চর্য এই, দশ বছর আগেযখন তোমাদের মেসে থাকতাম তখন এ গল্পের শুরু, এবংএর সমাপ্তি ঘটেছে গতকাল।

আমি বল্লাম—ব্যাপার কি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্চেনিশ্চয়ই প্রেমের কাহিনি জড়ানো আছে এর সঙ্গে। বলোবলো—।

সে বল্লে—না, সে-সব নয়। অন্য এক ব্যাপার, কিন্তুআমার পক্ষে কোনোও প্রণয়কাহিনির চেয়ে তা কম মধুরনয়। শোনো বলি। আচ্ছা তোমার মনে আছে—মেসেথাকতে আমি একটা এরিকা পাম্কিনেছিলাম, আমাদেরঘরের সামনে টবে বসানো ছিল, মনে আছে ?আচ্ছা তাহলে শোনো।

তারপর আধঘণ্টা বসে হিমাংশু তার গল্পটা বলে গেল।আমরা আরো দুবার চা খেলাম, একবাক্স সিগারেটপোড়ালাম। বউবাজারের মোড়ে গির্জার ঘড়িটায় সাড়ে নটাযখন বাজ্‌ল, তখন হিমাংশু গল্প শেষ করে বিদায় নিয়ে চলেগেল।

তার গল্পটা আমি আমার নিজের কথায় বল্‌ব, কেননা হিমাংশু সম্বন্ধে কিছু জানা থাকা দরকার,—গল্পটা ঠিকবুঝতে হলে, সেটা আমাকে গোড়াতেই বলে দিতে হবে।

হিমাংশু যখন আমার সঙ্গে থাকত, তখন তার চালচলন দেখলে মনে হবার কথা যে, সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সে যে আহার-বিহারে বা বেশভূষায় খুব বেশি শৌখিন ছিল তা নয়, তার শখ ছিল নানা ধরনের এবং এইশখের পেছনে সে পয়সা ব্যয় করত নিতান্ত বে-আন্দাজী।

তার প্রধান শখ ছিল গাছপালা ও ফুলের। আমার ফুলের শখটা হিমাংশুর কাছ থেকেই পাওয়া একথা বলতে আমারকোনো লজ্জা নেই। কারণ যত তুচ্ছ, যত অকিঞ্চিৎকরজিনিসই হোক না কেন, যেখানে সত্যি কোনো আগ্রহ বাভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যায়—তাকে শ্রদ্ধা না করে পারাযায় না।

হিমাংশুর গাছপালার ওপর ভালোবাসা ছিল সত্যিকারজিনিস। সে ভালো খেতো না, ভালো কাপড় জামা কখনোদেখিনি তার গায়ে—কিন্তু এ ধরনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার কাম্যও ছিল না। তার পয়সার সচ্ছলতা ছিল না কখনো, টুইশনি করে দিন চালাত, তাও আবার সব সময় জুটত না, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করত। যখন ধারও মিলত না তখন দিনকতক চন্দননগরে এক মাসির বাড়ি গিয়েমাসখানেক, মাস-দুই কাটিয়ে আসত, কিন্তু পয়সা হাতেহলে কাপড় জামা না কিনুক, খাওয়া-দাওয়ার ব্যয় করুক নাকরুক, ভালো গাছপালা দেখলে কিনবেই।

মেসে আমাদের ঘরের সামনে ছোট একটা অপরিসরবারান্দাতে সে তার গাছপালার টবগুলো রাখত। গোলাপেরওপর তার তত ঝোঁক ছিল না, সে ভালোবাস্‌তো নানা জাতীয় পাম্—বিশেষ করে বড় জাতীয় পাম্-আরভালোবাসতো দেশী-বিদেশী লতা—উইস্টারিয়া, অতসী, মাধবীলতা, বোগেন্‌ভিলিয়া ইত্যাদি। কত পয়সাই যে এদেরপিছনে খরচ করেছে !

সকালে উঠে ওর কাজই ছিল গাছের পাট করতে বসা।শুক্‌নো ডালপালা ভেঙে দিচ্ছে, গাছ ছেঁটে দিচ্ছে, এ-টবের মাটি ও-টবে ঢাল্‌চে। পুরোনো টব ফেলে দিয়ে নুতন টবেগাছ বসাচ্ছে, মাটি বদ্‌লাচ্চে। আবার মাঝে মাঝে মাটির সঙ্গে নানা রকমের সার মিশিয়ে পরীক্ষা করত। এসব সম্বন্ধেইংরিজি বাংলা নানা বই কিন্‌তো—একবার কি একটা উপায়ে ও একই লতায় নীলকলমী ও সাদাকলমী ফোটালে। ভায়োলেটের ছিট্ ছিট্ দেওয়া অতসী অনেক কষ্টে তৈরিকরেছিল। বেগুনী রং-এর ক্রাইসেন্‌থিমামের জন্যে অনেকপরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিল, সুবিধে হয়নি।

তাছাড়া ও ধরনের মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি, যেএকটা খেয়াল বা শখের পেছনে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতেপারে। মানুষের মনের শক্তির সে একটা বড় পরিচয়।হিমাংশু বলতো—সেদিন একটা পাড়াগাঁয়ে একজনদেরবাড়ি গিয়েচি, বুঝলেন ?..তাদের গোলার কাছে তিনবছরের পুরোনো নারকেল গাছ হয়ে আছে।

সে যে কিসুন্দর দেখাচ্চে ! একটা প্রকাণ্ড তাজা, সতেজ, সবুজ পাম্।সমুদ্রের ধারে নাকি নারকেলের বন আছে—পাম্-এরসৌন্দর্য দেখতে হলে সেখানে যেতে হয়।

হিমাংশু প্রায়ই পাম্আর অর্কিড দেখতে শিবপুরবোটানিক্যাল গার্ডেনে যেত। আর এসে তাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করত।

একবার সে একটা এরিকা পাম্কিনে আনলে। খুব ছোটনয়, মাঝারি গোছের মাটির টবে বসানো—কিন্তু এমন সুন্দর, এমন সতেজ গাছ বাজারে সাধারণত দেখা যায় না। সেসন্ধান করে করে দম্দমায় কোনো বাগানের মালীকে ঘুষদিয়ে সেখান থেকে কেনে। কল্কাতার মেসের বারান্দায়গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে কত শক্ত কাজ, যাঁদের অভিজ্ঞতাআছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। গোবি মরুভূমিতেগাছ বাঁচিয়ে রাখা এর চেয়ে সহজ। একবার সে আর আমিদিন-কুড়ি-বাইশের জন্যে কল্কাতার বাইরে যাই; চাকরকে আগাম পয়সা পর্যন্ত হিমাংশু দিয়ে গেল গাছে জল দেবার জন্যে, ফিরে এসে দেখা গেল ছ'সাতটা ফ্যান পাম্ শুকিয়ে পাখা হয়ে গেছে।

সকালে বিকালে হিমাংশু বাল্তি বালতি জল টান্তএকতলা থেকে তেতলায় টবে দেবার জন্যে। গাছ বাড়চে নাকেন এর কারণ অনুসন্ধান করতে তার উদ্বেগের অন্ত ছিলনা। অন্য সব গাছের চেয়ে কিন্তু এই এরিকা পাম্গাছটার ওপর তার মায়া ছিল বেশি, তার খাতা ছিল—তাতে লেখা থাক্ত কোন্ কোন্মাসে কত তারিখে গাছটা নূতন ডালছাড়লে। গাছটাও হয়ে পড়ল প্রকাণ্ড, মাটির টব বদলে তাকেপিপে-কাটা কাঠের টবে বসাতে হল। মেসের বারান্দা থেকেনামিয়ে একতলার উঠোনে বসাতে হল। এ সবে লাগলো বছর পাঁচ ছয়।

সেবার বাড়িওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও না হতে আমাদেরমেস্ভেঙে গেল।

দুজনে আর একত্র থাকবার সুবিধে হল না, আমি চলে গেলাম ভবানীপুরে। হিমাংশু গিয়ে উঠল শ্যামবাজারে আর একটা মেসে। একদিন আমায় এসে বিমর্ষ মুখে বল্লে—কিকরি জগদীশবাবু, ও মেসে আমার টবগুলো রাখ্বার জায়গাহচ্ছে না—অন্য অন্য টবের না হয় কিনারা করতে পারি, কিন্তু সেই এরিকা পাম্টা সেখানে রাখা একেবারে অসম্ভব।একটা পরামর্শ দিতে পারেন ?অনেকগুলো মেস দেখলাম, অত বড় গাছ রাখবার সুবিধে কোথাও হয় না। আরটানাটানির খরচাও বড় বেশি।

আমি তাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারিনি বা তারপরথেকে আমার সঙ্গে আজকার দিনটি ছাড়া আর কোনোদিনদেখাও হয়নি।

বাকিটা হিমাংশুর মুখে আজই শুনেচি।

কোনো উপায় না দেখে হিমাংশু শেষে কোন্ বন্ধুর পরামর্শে ধর্মতলার এক নীলামওয়ালার কাছে এরিকা পাম্রেটবটা রেখে দেয়। রোজ একবার করে গিয়ে দেখে আস্ত, খদ্দের পাওয়া গেল কিনা। শুধু যে খদ্দেরের সন্ধানে যেততা নয়, ওটা তার একটা অজুহাত মাত্র—আসলে যেতগাছটা দেখতে।

হিমাংশু কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতে চাইতনা।দু'দিন পরে যা পরের হয়ে যাবে, তার জন্যে মায়া কিসের ?

তবুও একদিন যখন গিয়ে দেখ্লে গাছটার সে নধর, সতেজ শ্রী যেন ম্লান হয়ে এসেচে, নীলামওয়ালারা গাছেজল দেয়নি, তেমন যত্ন করে নি—সে লজ্জিত মুখেদোকানের মালিক একজন ফিরিঙ্গি ছোক্রাকেবল্লে—গাছটার তেমন তেজ নেই—এই গরমে জল না পেলে, দেখ্তে ভালো না দেখালে বিক্রি হবে কেন ?জলকোথায় আছে, আমি নিজে না হয়—কারণ দু'পয়সা আসে, আমারই তো আসবে—

তারপর থেকে যেন পয়সার জন্যেই করচে, এই অছিলায় রোজ বিকেলে নীলামওয়ালার দোকানে গিয়ে গাছে জল দিত। এক-একদিন দেখ্ত দোকানের চাকরেরা আগেথেকেই জল দিয়েচে।

রোজ নীলামের ডাকের সময় সে সেখানে উপস্থিতথাকত। তার গাছটার দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—লোকেচেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারি কিন্‌চে, ভাঙা পুরোনোক্লক্ ঘড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু গাছের শখ খুব বেশি লোকের নেই, গাছটা আর বিক্রি হয় না। একদিননীলামওয়ালা বল্লে—বাবু গাছটার তো সুবিধে হচ্ছে না, তুমি নিয়ে যাবে ফেরত ?

কিন্তু ফেরত নিয়ে গিয়ে তার রাখ্‌বার জায়গা নেই, থাক্‌লে এখানে সে বিক্রির জন্যে দিয়েই বা যাবে কেন ?সে সময় তার অত্যন্ত খারাপ যাচ্চে, চাকুরির চেষ্টায় আকাশ-পাতাল হাতড়ে কোথাও কিছু মিল্‌চে না—নিজের থাকবার জায়গা নেই তো পিপে-কাটা কাঠের টবে বসানো অত বড় গাছ রাখে কোথায় ?

মাসখানেক পরে হিমাংশুর অবস্থা এমন হল যে আরকল্‌কাতায় থাকাই চলে না। কল্‌কাতার বাইরে যাবার আগে গাছটার একটা কিনারা হয়ে গেলেও মনে শান্তি পেত। কিন্তুআজও যা, কালও তাই-নীলামওয়ালাকে কমিশনের রেটআরো বাড়িয়ে দিতে হয়েচে গাছটা রাখ্‌বার জন্যে, নইলেসে দোকানে রাখ্‌তে চায় না। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ভাবনা এইযে, ও কল্‌কাতা ছেড়ে চলে গেলে গাছটার আর যত্ন হবে না, নীলামওয়ালার দায় পড়েচে, কোথাকার একটা এরিকাপাম্ গাছ বাঁচলো কি মোলো—অত তদারক করবার তারগরজ নেই।

কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে কল্‌কাতা ছাড়তে হল হিমাংশুকে।

অনেকদিন পরে সে আবার এল কল্‌কাতায়।নীলামওয়ালার দোকানে বিকেলে গেল গাছ দেখতে। গাছটা নেই, বিক্রি হয়ে গিয়েচেসাড়ে সাত টাকায়। কমিশন বাদদিয়ে হিমাংশুর বিশেষ কিছু রইল না। কিন্তু টাকার জন্যেওর তত দুঃখ নেই, এত দিন পরে সত্যি সত্যিই গাছটাপরের হয়ে গেল !

তার প্রবল আগ্রহ হল গাছটা সে দেখে আসে।নীলামওয়ালা সাহেব প্রথমে ঠিকানা দিতে রাজী নয়, নানাআপত্তি তুল্‌লে—বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠিকানা জোগাড়করলে। সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়িতে গাছটাবিক্রি হয়েছে, হিমাংশু পরদিন সকালে সেখানে গেল।সার্কুলার রোডের ধারেই বাড়ি, ছোট গেটওয়ালা কম্পাউন্ড, উঠোনের একধারে একটা বাতাবি নেবু গাছ, গেটের কাছে একটা চারা পাকুড় গাছ। সাহেবের গাছপালার শখ আছে—পাম্‌অনেক রকম রেখেছে, তার মধ্যে ওর পাম্‌টাইসকলের বড়।

হিমাংশু বলে, সে হাজারটা পামের মধ্যে নিজেরটা চিনে নিতে পারে। কম্পাউন্ডে ঢুকবার দরকার হল না, রাস্তার ফুটপাত থেকেই বেশ দেখা যায়, বারান্দায় উঠ্‌বার পৈঠার ধারেই তার পিপে-কাটা টবসুদ্ধ পাম্‌গাছটা বসানো রয়েচে। গাছের চেহারা ভালো—তবে তার কাছে থাকবার সময় আরো বেশি সতেজ, সবুজ ছিল।

হিমাংশুর মনে পড়্‌ল এই গাছটার কবে কোন্‌ডালগজালো—তার খাতায় নোট করা থাকত। ও বলতে পারেপ্রত্যেকটি ডালের জন্মকাহিনী—একদিন তাই ওর মনে ভারি কষ্ট হল, সেদিন দেখ্‌লে সাহেবের মালী নীচের দিকেডালগুলো সব কেটে দিয়েচে। মালীকে ডাকিয়েবল্লে—ডালগুলো ওরকম কেটেচ কেন ?মালীটা ভালো মানুষ। বল্লে—আমি কাটিনি বাবু, সাহেব বলে দিল নীচেরডাল না কাট্‌লে ওপরের কচি ডাল জোর পাবে না। বল্লে, টবের গাছ না হলে ও ডালগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়েযেত।

হিমাংশু বল্লে—তোমার সাহেব কিছু জানে না। যা ঝরেযাবার তা তোগিয়েচে, অত বড় গুড়িটা বার হয়েচে তবেকি করে ?আর ভেঙো না।

বছর তিন চার কেটে গেল। হিমাংশু গাছের কথাভুলেচে। সে গালুডি না ঘাটশিলার ওদিকে কোথাও জমিনিয়ে বসবাস করে ফেলেচে ইতিমধ্যে।

গাছপালার মধ্যে দিয়েই ভগবান তার উপজীবিকারউপায় করে দিলেন। এখানে হিমাংশু ফুলের চাষ আরম্ভ করে দিলে সুবর্ণরেখার তীরে। মাটির দেওয়াল তুলে খড়েরবাংলো বাঁধলে। একদিকে দূরে অনুচ্চ পাহাড়, নিকটে দূরে শালবন, কাঁকর মাটির লাল রাস্তা, অপূর্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

ফুলের চাষে সে উন্নতি করে ফেল্লে খুব শিগ্‌গির। ফুলেরচেয়েও বেশি উন্নতি করেচে চীনা ঘাস ও ল্যাভেন্ডার ঘাসেরচাষে। এই জীবনই তার চিরদিনের কাম্য ছিল, ও-জায়গাছাড়া শহরে আসতে ইচ্ছেও হত না। বছর দুই কাট্‌লোআরো, ইতিমধ্যেই সে বিবাহ করেচে, সস্ত্রীক ওখানেইথাকে।

আজ তিন দিন হল সে কল্‌কাতায় এসেচে প্রায় পাঁচছ'বছর পরে।

কাজকর্ম সেরে কেমন একটা ইচ্ছে হল, ভাবলে—দেখি তো সেই সাহেবের বাড়িতে আমার সেই গাছটা আছে কিনা ?

বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হল না, কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল—বাড়ির সে শ্রী আর নেই। বাড়িটাতে বোধ হয় মানুষবাস করেনি বছর দুই-কি তার বেশি। উঠোনে বন হয়েগিয়েচে। পৈঠাগুলো ভাঙা, বাতাবী নেবু গাছে মাকড়সারজাল, বারান্দার রেলিংগুলো খসে পড়েচে। তার সেই এরিকা পাম্‌টা আছে, কিন্তু কি চেহারাই হয়েচে। আরো বড় হয়েচে বটে কিন্তু সে তেজ নেই, শ্রী নেই, নীচের ডালগুলোশুকিয়ে পাখা হয়ে আছে, ধুলো আর মাকড়সার জালেভর্তি। যায় যায় অবস্থা। টবও বদ্‌লানো হয়নি আর।

হিমাংশু বল্লে—ভাই সত্যি সত্যি তোমায় বল্‌চি, গাছটাযেন আমায় চিনতে পারলে। আমার মনে হল ও যেন বল্‌চেআমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলেহয়তো এখনো বাঁচ্‌ব ! ছেড়ে যেয়ো না এবার। আমায়বাঁচাও।

রাত্রে হিমাংশুর ভালো ঘুম হল না। আবার সার্কুলার রোডে গেল, সন্ধান নিয়ে জান্‌লে সাহেব মারা গিয়েচে।বুড়ি মেম আছে ইলিয়ট রোডে, পয়সার অভাবে বাড়ি সারাতে পারে না, তাই ভাড়াও হচ্ছে না। এই বাজারে ভাঙা বাড়ি কেনার খদ্দেরও নেই।

মেমকে টাকা দিয়ে গাছটা ও কিনে নিলে। এখনোসার্কুলার রোডের বাড়িটাতেই আছে, কাল ও গালুডিতেফিরে যাবে, গাছটাকে নিয়ে যাচ্চে সঙ্গে করে।

বিদায় নেবার সময় হিমাংশু বল্লে—বৈঠকখানার বাজারে এসেছিলাম কেন জানো ?আমার সাধ হয়েচে ওর বিয়েদেব। তাই একটা ছোটখাটো, অল্প বয়সের, দেখতে ভালোপাম্‌ খুঁজছিলাম। হি-হি-পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালোবাসার জিনিস হত তো বুঝতে।